সংবাদ

তারিখ 26 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর সরকার

— রাশেদা কে. চৌধুরী

সংস্কৃতি উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে ৬ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেবে সরকার। গত সোমবার সচিবালয় অফিসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যেই এডুকেশন ওয়াচসহ শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশমালার অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করেছে সরকার। এরই আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার বদ্ধপরিকর।

গণসাক্ষরতা অভিযানের আওতায় গঠিত বাংলাদেশ সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের নেতৃত্বে নেটওয়ার্ক সদস্যরা রাশেদা কে. চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তারা নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার বিস্তারে একটি স্মারকলিপি দেন।

এ সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতা পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের নিরক্ষরতার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য ৬ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতার পাশাপাশি জীবন ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান বলেন, ১৯৯৮ সালের আগ পর্যন্ত বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করতে পারলেও পরবর্তী সময়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও দাতা সংস্থাগুলো বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অর্থায়ন করছে না। দাতা সংস্থাগুলোকে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক, প্লান-এশিয়ার রিজিওনাল এডভাইজার (ইসিসিডি) মোহাম্মদ মহসিন, টিএমএসএসের পরিচালক হাবীবুল হাসান সিদ্দিকী, গণসাক্ষরতা অভিযানের ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ ও টিএমএসএসের সহকারী পরিচালক হেদায়েত হোসেন বাবুল।